# 234125 - যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া রমযানের রোযা রাখেনি কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে ফেলেছে তার উপর কি কাযা পালন করা ফরয?

প্রশ্ন

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া রমযানের রোযা না-রেখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে থাকে যে দিনগুলোর রোযা সে ভঙ্গ করেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

রমযানের রোযা পালন ইসলামের অন্যতম একটি রুকন (মূল স্তম্ভ)। কোন মুসলিমের জন্য ওজর ছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি শরয়িত অনুমোদিত কোন ওজরের কারণে (যেমন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্রস্ত হওয়া) রমযানের রোযা বাদ দিয়েছে কিংবা ভঙ্গ করেছে; যে রোযাগুলো সে ভঙ্গেছে সে রোযাগুলোর কাযা পালন করা আলেমগণের ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আরকেউঅসুস্থথাকলেকেংবা সফরে থাকলেঅন্যসময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।"[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে রমযানের রোযা বর্জন করেছে, সেটা একটিমাত্র রোযার ক্ষেত্রে হলেও (যেমন সে রোযার নিয়তই করেনি কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভঙ্গে ফেলেছে) সে কবিরা গুনাতে (মহাপাপে) লিপ্ত হয়েছে। তার উপর তওবা করা ফরয।

অধিকাংশ আলেমের মতে, সে যে দিনগুলোর রোযা ভঙ্গেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর ফরয। বরং কেউ কেউ এই মর্মে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলেন: "গোটা উম্মত ইজমা করেছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পালন করেনি, কিন্তু সে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সে অবহেলা করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখেনি, ইচ্ছা করেই তা করেছে, অতঃপর তওবা করেছে: তার উপর রোযার কাযা পালন করা ফরয।"[আল-ইযতিকার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি বলেন:

“আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ জানি না। কেননা রোযা তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়িত্ব মুক্ত হবে না। বরং যেভাবে ছিল সেভাবে তার দায়িত্বে থেকে যাবে।”[আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে (১০/১৪৩) এসেছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফের। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে, কিংবা অবহেলা করে রোযা ছেড়ে দেয় সে কাফের হবে না। কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রুকন ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। নেতৃবর্গের কাছ থেকে সে শাস্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাতে সে এবং তার মত অন্যরা এর থেকে নিবৃত্ত হয়। বরং কিছু কিছু আলেমের মতে, সেও কাফের। সে যে রোযাগুলো ভঙ্গ করেছে সেগুলোর কাযা পালন করা ও আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা তার উপর ফরয।[সমাপ্ত]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শরয়িত অনুমোদিত কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে না তার হুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতের বছর। তার কোন ওজর নেই। তার কি করা উচিত? তার উপর কি কাযা পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহেলা ও বাড়াবাড়ির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন (শরয়ি) ছাড় ব্যতীত কিংবা রোগ ব্যতীত রমযান মাসের কোন একদিনের রোযা ভাঙ্গে সে সারা বছর রোযা রাখলেও কাযা পালন হবে না।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুযতারিব, আলেমদের নিকট এটি সহিহ হাদিস নয়।[নুরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাপ্ত]

কিছু কিছু আলেমের মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা রাখেনি তার উপর কাযা পালন নেই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোযা রাখবে। এটি জাহেরি মতাবলম্বীদের মাযহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও শাইখ উছাইমীন এ অভিমতটি পছন্দ করেছেন।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি বলেন:

জাহরেি মতাবলম্বীদরে অভমিত কংিবা তাদরে অধকিাংশ আলমেরে অভমিত হচ্ছ- ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নইে। শাফয়েরি ছাত্র আব্দুর রহমান থকেে, শাফয়েরি ময়েরে ছলেে থকেওে এমন অভমিত বর্ণতি আছ। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষত্রেে এটি আবু বকর আল-হুমাইদরিও উক্তি: 'কাযা পালন করলে দায়ত্বি মুক্ত হবে না'। আমাদরে মাযহাবরে অনুসারী পূববর্তী একদল আলমেরে অভমিতও এটাই; যমেন- আল-জুযজানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনে বাত্তাহ্।"।[ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থকেে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

বনিা ওজরে নামায কংিবা রোযা ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না।[আল-ইখতয়িারাত আল-ফকিহয়িযা (পৃষ্ঠা-৪৬০) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলনে:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রোযা ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যক নয়। কনেনা কাযা পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যহেতেু তার থকেে সটো কবুল করা হবে না। কারণ ফকিহী নীতি হচ্ছ, 'যদি নর্িদষ্টি কোন সময়রে সাথে সংশ্লষ্টি ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নর্িদষ্টি সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থকেে সটো কবুল করা হয় না।'।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থকেে সমাপ্ত]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানরে রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধকিাংশ আলমেরে মত, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যক। আর কছিু কছিু আলমেরে মত, কাযা পালন করা শরয়িতসদ্ধি নয়। কনেনা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতরে সময় পার হয়ে গছে। তবে, অধকিাংশ আলমে যে অভমিত প্রকাশ করছেনে সটো অগ্রগণ্য। কনেনা, রোযা এমন ইবাদত যা ব্যক্তরি দায়ত্বিে সাব্যস্ত হয়ছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়ত্বি মুক্ত হবে না।